যুগান্তর

তারিখ ০৮ JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

নাটোরে কারিগরি কলেজে পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার চাঁদপুর বিএম (কারিগরি) কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ করেছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে অতিরিক্ত টাকা ফেরতের দাবি জানালেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বিষয়টির সত্যতা পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওই কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে পত্র প্রেরণ করেছেন। এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সূত্রে জানা যায়, চাঁদপুর বিএম কলেজের (কারিগরি) ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রম শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার একাদশ ও দ্বাদশ শাখার ফরম পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে ২ হাজার ৮শ' থেকে ৪ হাজার ৫শ' টাকা নেয়া হয়। অথচ বোর্ডের নির্ধারিত ফি ১২শ' টাকা। এই অতিরিক্ত টাকা নেয়ায় শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকরা প্রতিবাদ জানালে তাদের ফরম পূরণ না করার হুমকি দেয়া হয়। অনেকেই বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ফি দিয়ে ফরম পূরণ করে। কিন্তু বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি বাগাতিপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন। এছাড়া উপজেলার মাসিক আইনশৃংখলা সভায় এ নিয়ে আলোচনা হলে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ওই নির্দেশের পরেও অতিরিক্ত টাকা নেয়া বন্ধ হয়নি। কলেজের একাদশ শ্রেণীর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন জানায়, ভবন ভাড়া ৩০০ টাকা, কোচিং ফি ৫০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২০০ টাকাসহ বিভিন্ন খরচ দেখিয়ে তার কাছে থেকে ৩২শ' টাকা নেয়া হয়। একই শ্রেণীর বুলবুল হোসেন জানায়, সে ২৭শ' টাকা জমা দেয়। কিন্তু আরও ৮শ' টাকা দাবি করা হয়। পরে বকেয়া শোধ করতে বলা হয়েছে। একই অভিযোগ করেন রবিউল ইসলাম নামে অপর এক শিক্ষার্থী। তার কাছে ৩৫শ' টাকা নেয়ার পর বকেয়া ৫শ' টাকা পরে দিতে বলা হয়। অতিরিক্ত টাকা নেয়ার প্রতিবাদ করলে অন্যান্য শিক্ষকরা ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল কুদ্দুস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অভিভাবকদের অনেকেই অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ করেছেন তার কাছে। তিনিসহ এলাকার অনেকেই কলেজের অধ্যক্ষকে টাকা কম নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কোনো কর্ণপাত করেননি তিনি। অধ্যক্ষ মকবুল হোসেন অতিরিক্ত টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করে জানান, বখাটে কিছু ছাত্র যারা সারা বছর কলেজে আসে না তারাই এই মিথ্যা রটনা রটাচ্ছে। তবে যাদের মাসের বেতন, সেশন ও রেজিস্ট্রেশন ফি বকেয়া রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত ফি'য়ের চেয়ে কিছুটা বেশি হচ্ছে। চাইলে সেসব টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বাগাতিপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার ফরহাদ আহমদ জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সুরাহা করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কলেজের অধ্যক্ষ মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে পত্র পাঠানো হয়েছে।